যেখানেই আছে দিন বদলের চেষ্টা সেখানেই আছি আমরা

banglalink
An ORASCOM TELECOM Company

আরিফুর রহমানের স্বপ্ন এবং কাজ বদলে দিয়েছে লাখো মানুষের জীবন

দেবদুলাল ভৌমিক

সীতাকুণ্ড রেল স্টেশন। গ্রামীণ আবহ-নিরিবিলি চারপাশ। কিন্তু হঠাৎ হঠাৎ ঝিকঝিক . . . শব্দ। এখানকার নিরবচ্ছিন্ন নীরবতার লয়কে কখনোই দীর্ঘায়িত হতে দেয় না। নৈশব্দ আর কোলাহলের এমন অদ্ভুত বৈচিত্রময় সম্মিলনীর মাঝে এক বিকেলে আত্মপ্রকাশ করলো একটি সংগঠন- ইয়ং পাওয়ার।

পরবর্তীতে ইয়ং পাওয়ার ইন সোস্যাল অ্যাকশান (ইপসা)। কয়েকজন নিবেদিত তরুণের প্রাথমিক এ উদ্যোগ সূতিকাগার থেকে আজ ধীরে ধীরে চট্টগ্রামসহ সারাদেশে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছে। সমাজ পরিবর্তনের এ উদ্যোগের নেপথ্য নায়ক কলেজ পড়ুয়া তারুণ্য আরিফুর রহমান। এ স্বপ্ন পুরুষ আলোকিত সমাজ গড়ার প্রত্যয়ে কাজ করে চলেছেন নিরন্তর। জাতিসংঘ ঘোষিত আন্তর্জাতিক যুববর্ষ ১৯৮৫ সালের ২০ মে যাত্রা শুরু করে অনেকটা যুব ক্লাব ঘরানার 'ইপসা'। গ্রামীণ ক্লাবের সেই গতানুগতিক দৃষ্টিভঙ্গি ছাড়িয়ে ইপসা শুরুতেই ছিল ব্যতিক্রমী। সদস্যদের চাঁদা ও দানশীল সমাজসেবীদের আর্থিক সহযোগিতা নিয়ে বিনোদন ও খেলাধুলার পাশাপাশি ছোট ছোট সেবামূলক কার্যক্রম পরিচালিত হতো। প্রথম পর্যায়ে ইপসা সীতাকুণ্ড সদরের মহাদেবপুরসহ আশপাশের আদিবাসী ও দরিদ্র জনগোষ্ঠির জীবনমান উন্নয়নে উদ্যোগ নেয়। প্রশিক্ষণ, আদিবাসীদের অধিকার সচেতনতা, প্রতিবন্ধীদের পুনর্বাসন, কিশোর-কিশোরী ও যুবাদের প্রজনন স্বাস্থ্য জ্ঞান বৃদ্ধিসহ বিভিন্ন কার্যক্রম হাতে নেয়। দক্ষ নেতৃত্বের কারণে ইপসা ক্রমেই সীতাকুণ্ড উপজেলার দরিদ্র জনগোষ্ঠির নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠানে উন্নীত হতে থাকে। এক সময় সীতাকুণ্ড ছাড়িয়ে পার্শ্ববর্তী মীরসরাই এবং পুরো চট্টগ্রাম ও পার্বত্যাঞ্চলে সংগঠনটির সেবা কার্যক্রম ছড়িয়ে পড়ে। আর এভাবেই একদিন সমগ্র কার্যক্রমের প্রধান ব্যক্তিটিও হয়ে উঠেন এক উজ্জ্বল ব্যক্তি।

সীতাকুণ্ড সদরের মহাদেবপুর গ্রামে আরিফুর রহমানের জন্ম ১৯৬৮ সালের ৩১ মে। বাবা খলিলুর রহমান ছিলেন সরকারি কর্মকর্তা, মা আয়সা আক্তার গৃহিণী। চার ভাই এক বোনের মধ্যে তিনি দ্বিতীয়। স্ত্রী শামসুন নাহার চৌধুরী বর্তমানে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচডি গবেষণারত। আরিফুর রহমানের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের একজন নিভৃত অনুপ্রেরণাদাত্রী। আরিফুর রহমানের লেখাপড়ায় হাতেখড়ি সীতাকুণ্ড উন্নয়ন প্রাথমিক বিদ্যালয়। এরপর সীতাকুণ্ড আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয় ও সীতাকুণ্ড কলেজ। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি রাজনীতি বিজ্ঞানে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন। ছাত্রাবস্থায় শিক্ষার্থীদের অধিকার আদায়, প্রকাশনা ও সাংস্কৃতিক কর্মসূচিতে ব্যাপক ভূমিকা রাখেন। কলেজ জীবনে সক্রিয় ছিলেন বাংলাদেশ ন্যাশনাল ক্যাডেট কোর-এ।

শুরুতে আর্থিক তহবিল ছিল শূন্য। প্রতিবন্ধকতাও ছিল প্রচুর। বার বার হতাশার পরও হালটা ঠিকই ধরা ছিল হাতে। শত প্রতিকূলতা ডিঙ্গিয়ে এক সময় সাফল্য এসে ধরা দিল। ইপসা ১৯৯৯ সালে আন্তর্জাতিক যুব শান্তি পুরস্কার লাভ করে। এরপর শুধু এগিয়ে চলা। বর্তমানে ৫০ লাখ জনগোষ্ঠির ইতিবাচক পরিবর্তনের লক্ষ্যে নিরলসভাবে কাজ করে চলেছে। সংস্থার সার্বক্ষণিক কর্মকর্তা ও কর্মীর সংখ্যা বর্তমানে ৫ শতাধিক। সরকারের জেলা-উপজেলা ও জাতীয় পর্যায়ে অপরিহার্য উন্নয়ন সহযোগী হিসেবে কাজ করে যাচ্ছে ইপসা।

দেশ-বিদেশে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আরিফুর রহমান তার ব্যক্তিগত দক্ষতা বৃদ্ধি ও সংগঠনকে গণমানুষের কাছাকাছি নিয়ে (২য় পৃষ্ঠায় দেখুন)

আরিফুর রহমানের স্বপ্ন

(১২ পৃষ্ঠার পর)

যেতে পেরেছেন। তিনি বৃটিশ সরকারের ফেলোশিপের মাধ্যমে ডারহাম বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ডেভেলপমেন্ট ইন্টার্নশীপ' কমনওয়েলথের বৃত্তিতে ডিপ্লোমা কোর্স 'ইয়ুথ ওয়ার্ক' এশিয়ান ইনস্টিটিউট এর কোর্স 'রুরাল ডেভেলপমেন্ট' জাপানে এওটিএস এর বৃত্তি নিয়ে 'হিউম্যান রিসোর্স ডেভেলপমেন্ট' ডেনমার্ক সরকারের ফেলোশীপ 'কনফ্লিক্ট ম্যানেজম্যান্ট' কোর্স সম্পন্ন করেছেন। এছাড়া তিনি পর্তুগালে অনুষ্ঠিত জাতিসংঘের 'বিশ্ব যুব ফোরাম-৯৮', সুইজারল্যান্ডে অনুষ্ঠিত 'আন্তর্জাতিক স্বেচ্ছাসেবী বর্ষ-২০০১' ও কেনিয়ায় 'বিশ্ব সামাজিক ফোরাম-২০০৭' সহ অসংখ্য দেশীয় ও আন্তর্জাতিক সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন। তৃণমূল মানুষের কল্যাণে কাজ করার জন্য চট্টগ্রাম বিভাগীয় সমাজ কল্যাণ ফেডারেশন তাকে 'শ্রেষ্ঠ সমাজকর্মী' পুরস্কার এবং সীতাকুণ্ড পৌরসভা 'একুশে পদক' প্রদান করে।

ইপসা পর্যায়ক্রমে বিলুপ্ত প্রায় ক্ষুদ্র জাতিসত্তা বা সম্প্রদায়কে উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত করতে কাজ করবে। এছাড়া সমগ্র চট্টগ্রাম বিভাগে কর্মরত সকল সামাজিক প্রতিষ্ঠানের সাথে ইস্যুভিত্তিক এলায়েন্স গড়ে তুলতে প্রয়াস চালাচ্ছে ইপসা।

এমন সাফল্যের নেপথ্য শক্তি কী? এমন প্রশ্নের উত্তরে আরিফুর রহমান জানালেন, পশ্চাদপদ মনোভাব, রাজনৈতিক অস্থিরতা, সুবিধাভোগীদের কূটকৌশল সর্বোপরি বিভিন্ন গোষ্ঠির ঈর্ষাকে জয় করতে হয়েছে। প্রতিটি পর্বেই অদম্য ইচ্ছাশক্তি, মনোবল, ভাল কাজ ও আচরণের মাধ্যমে এসব বাধা উত্তরণ সম্ভব হয়েছে। তার মতে-"অদম্য ইচ্ছা শক্তি, প্রতিশ্রুতিবদ্ধতা, ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ এবং সকলের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার মাধ্যমেই যে কোন অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জন সম্ভব"।

সীতাকুণ্ড রেল স্টেশন ঘেঁষে-এক টুকরো সবুজ ঘাসে যে বীজ রোপিত হয়েছিল আজ থেকে ২২ বছর আগে তা আজ এক বিশাল মহীরুহ। একজন আরিফুর রহমানের সমাজ বদলের স্বপ্ন পাল্টে দিয়েছে লাখ মানুষের জীবন চিত্র। দরিদ্র জনগোষ্ঠির জীবন মান উন্নয়নে এমন উদ্যোগ পুরো বাংলাদেশের চেহারা পাল্টে দেবে একদিন।